শাহজালাল সার কারখানা উৎপাদন বন্ধ, প্রতিদিন গচ্চা ২ কোটি টাকা

কালের কণ্ঠ, **সিলেট অফিস**

৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ০০:০০

গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার শাহজালাল ফার্টিলাইজার কম্পানিতে সার (ইউরিয়া) উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে কারখানাটির গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় সিলেটের জালালাবাদ গ্যাস কর্তৃপক্ষ। উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতিদিন অন্তত দুই কোটি টাকার লোকসান গুনতে হবে কারখানাটিকে।

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কম্পানির ব্যবস্থাপক (জিএম-অপারেশন) সুনীল চন্দ্র দাশ বলেন, ‘আজ (মঙ্গলবার) সকাল ১১টার দিকে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এরপর থেকেই কারখানার উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘এটি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত। মূলত গ্যাসের স্বল্পতার কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রণালয়।’ এর আগে একই কারণে জামালপুরের যমুনা সার কারখানার গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল বলে তিনি জানান। উৎপাদন কত দিন বন্ধ থাকতে পারে—এমন প্রশ্নের উত্তরে এই কর্মকর্তা বলেন, ‘এটি অনির্ধারিত। সরকার গ্যাস সংযোগ পুনরায় চালু করলে আবার উৎপাদন শুরু হবে। উৎপাদন বন্ধ থাকাকালে কারখানার বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে।’

শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনিরুল ইসলাম জানান, সার কারখানা কর্তৃপক্ষের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও জালালাবাদ গ্যাস কর্তৃপক্ষ গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এ কারণে সার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতিদিন কমপক্ষে দুই কোটি টাকার ক্ষতি হবে।
গ্যাস সরবরাহ বন্ধের কারণ হিসেবে জালালাবাদ গ্যাস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সেচ প্রকল্পে গ্যাস সরবরাহের চাপ আছে। আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মনিরুল।

এদিকে কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকরা যাতে উত্তেজনা সৃষ্টি না করে সে জন্য কারখানায় পুলিশ অবস্থান নিয়েছে। ফেঞ্চুগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অমৃত দেব বলেন, ‘আমরা শাহজালাল সার কারখানায় আছি। আপাতত কোনো উত্তেজনা বা বিশৃঙ্খলা নেই।’

কারখানাটির দৈনিক উৎপাদনক্ষমতা এক হাজার ৭৬০ মেট্রিক টন। বর্তমানে উৎপাদন হয় ১৫০০ থেকে সাড়ে ১৫০০ মেট্রিক টন। ২০১২ সালে ফেঞ্চুগঞ্জে পাঁচ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে কারখানাটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। ২০১৫ সালের শেষ দিকে কারখানা বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। প্রথম বছরেই উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়। তবে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলেও গত অর্থবছরে ২১৮ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে গ্যাসভিত্তিক এই কারখানার।